প্রথম আলো

তারিখ 23 SEP 2017
পৃষ্ঠা ... ৫ ... কলাম ... ২ ...

চট্টগ্রামে আবুল ফজল স্মারক বক্তৃতা

'শিক্ষাঙ্গনে রাজনীতির ঘোর বিরোধী ছিলেন তিনি'

নিজস্ব প্রতিবেদক, চট্টগ্রাম ●

আবুল ফজল ছাত্ররাজনীতি বিশেষ করে শিক্ষাঙ্গনে দলীয় রাজনীতিচর্চার ঘোরবিরোধী ছিলেন। ছাত্র সংগঠনের সম্মেলন উদ্বোধন করতে গিয়েও তিনি একাধিকবার এ বিষয়ে তাঁর মত অত্যন্ত স্পষ্টভাবে তুলে ধরেন। ছাত্রসমাজকে যে পাঁচটি উপদেশ তিনি দিয়েছিলেন তার প্রথমটিই ছিল শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে বাইরের রাজনীতিকে ঢুকতে না দেওয়া।

আবুল ফজল স্মারক বক্তৃতায় এসব কথা বলেন স্মারক বক্তা গবেষক ও প্রাবন্ধিক মোরশেদ শফিউল হাসান। গতকাল শুক্রবার সন্ধ্যায় চট্টগ্রামের শিশু শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ফুলকির এ কে খান স্মৃতি মিলনায়তনে 'আবুল ফজলের শিক্ষাচিন্তা ও বর্তমান শিক্ষা-সংকট' শীর্ষক অষ্টম স্মারক বক্তৃতা অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন প্রিমিয়ার বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অনুপম সেন। স্মারক বক্তার পরিচিতি তুলে ধরে স্বাগত বক্তব্য দেন অধ্যাপক গোলাম মুস্তাফা।

স্মারক বক্তৃতায় মোরশেদ শফিউল হাসান বলেন, দলবাজি, চাঁদাবাজি আর সন্ত্রাস আজ ছাত্ররাজনীতির প্রধান বৈশিষ্ট্য হিসেবে দাঁড়িয়েছে। ছাত্ররাজনীতির সূত্র ধরে আমদানি হয়েছে শিক্ষক রাজনীতির। দেশের শিক্ষাব্যবস্থা তথা সামগ্রিকভাবে সমাজদেহে পচন সৃষ্টিতে তার ভূমিকা ছাত্ররাজনীতির চেয়ে বেশি বৈ কম নয়। তিনি বলেন, একটি দেশের শিক্ষাব্যবস্থা যদি একবার ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়, তবে তার ক্ষয়ক্ষতি পুষিয়ে জাতির ঘুরে দাঁড়ানো বা শিক্ষাব্যবস্থাকে নতুন করে ঢেলে সাজানো দু-দশ বছরের কাজ নয়। আর এর কোনো সোজা বা সংক্ষিপ্ত পথও নেই। প্রকৃত প্রজ্ঞা, দূরদর্শিতা ও দেশপ্রেম নিয়ে আজ এ ব্যাপারে পথের সন্ধান করতে হবে।

পাঠ্যসূচির গুরুত্ব তুলে ধরে স্মারক বক্তৃতায় বলা হয়, 'শিক্ষার্থী কোথায় পড়ছে তা নয়, কী পড়ছে, কতটা পড়ছে, কীভাবে পড়ছে সেটিই অধিক গুরুত্বপূর্ণ। আমাদের তথাকথিত আধুনিক, শিক্ষিত ও প্রগতিমনস্ক বলে পরিচিত ব্যক্তিদের অনেককে খুব সহজেই মাদ্রাসাশিক্ষাকে গালি বা তুচ্ছতাচ্ছিল্য করতে শুনি, সমাজের পশ্চাদ্‌গামী প্রবণতার জন্য মাদ্রাসাশিক্ষাকে দায়ী করতে দেখি। তখন মনে পড়ে, অতীতে যাঁরা মুক্তচিন্তা ও প্রগতির ধারাকে এগিয়ে নেওয়ার ক্ষেত্রে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছেন, তাঁদের অনেকেই জীবনের কোনো না কোনো পর্যায়ে মাদ্রাসার ছাত্র ছিলেন। আবুল ফজল এ ক্ষেত্রে একমাত্র দৃষ্টান্ত নন। মাদ্রাসায় পড়লেও স্বাদেশিকতার বোধ এবং অসাম্প্রদায়িক চেতনার বিষয়টি আবুল ফজল শৈশবেই আপন পরিবার ও পরিবেষ্টনের মধ্য থেকেই পেয়েছিলেন বলে তিনি বক্তৃতায় উল্লেখ করেন।

অধ্যাপক অনুপম সেন বলেন, আবুল ফজল মানবতাবাদী চিন্তাবিদ। তিনি শিক্ষা-সংস্কৃতিতে ভূমিকা রেখে গেছেন।